১৪ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে

বিশেষ

ক্রোড়পত্র

১ অক্টোবর, ২০১২

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

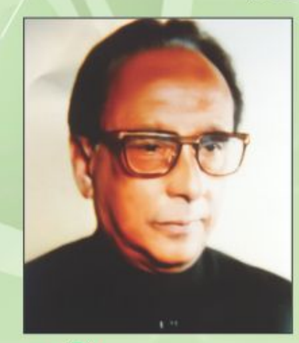

স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশে গণমাধ্যমসমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমসমূহ কেবল সংবাদ পরিবেশন করে না; দেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগসূত্র স্থাপন করে সরকারের সাথে গণমানুষের, দেশের সাথে বিশ্ব পরিমণ্ডলের। আমি জেনে খুশি হয়েছি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার ও সুস্থ দেশীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীর মাঝে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে চ্যানেল আই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অগ্রযাত্রায় চ্যানেল আই-এর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। দায়িত্বশীলতা, পেশাদারিত্ব এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার প্রয়াসে চ্যানেল আই আগামী দিনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'চ্যানেল আই'-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আই-এর চৌদ্দ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এর উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে আমরাই প্রথম দেখে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অনুমোদন দেই। যা ছিল গণমাধ্যমের বিকাশে এক স্বর্ণালী অধ্যায়। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং নতুন ১৬টি টেলিভিশন ও ৭টি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে। সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠন, সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদানসহ সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সহায়তা কার্যক্রমগ্রহণ করেছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর চৌদ্দ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা
এবং
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

বাণী

বাংলাভাষায় প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল চ্যানেল আই-এর চৌদ্দ বছরে পদার্পণের শুভলগ্নে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাই।

গণমুখী তৎপরতার ভেতর দিয়ে চ্যানেল আই একে একে তার পথচলার তেরোটি বছর পেরিয়ে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে তারা বাংলাদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিকাশ, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। যা বিভিন্ন সময়ে আমাদের চোখের সামনে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত। তবে বর্তমান ও আগামীর কথা মাথায় রেখে গণমাধ্যমকে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে হবে, কারণ দেশের প্রকৃত চিত্র জানতে মানুষ এখন অনেক বেশি নির্ভরশীল গণমাধ্যমে বিশেষ করে টেলিভিশন মিডিয়ার ওপর। আমরা সরকারে থাকার সময় গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার সুযোগ নিশ্চিত করেছি, যার সুফল এখনও সংশ্লিষ্টরা পাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করি।

চ্যানেল আই তার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখুক, এই কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

বেগম খালেদা জিয়া

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের

শুভেচ্ছা

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'– এই গানটি রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে লিখেছিলেন জানি না। আমাদের জীবনে নানা কারণে, নানা অর্থে গানটির ব্যবহার দেখতে পাই। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গানটির অর্থ একেকজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে ছিল একেকরকম।

সম্প্রতি অমিতাভ বচ্চন একটি ছবির জন্য এ গানটি গেয়েছেন, যা অন্যরকম একটি অর্থ বহন করে। আবার এই একই গান টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানের প্রমো'তে অমিতাভ বচ্চন ব্যবহার করেছেন আরেকভাবে।

চ্যানেল আই যখন তার ১৪ বছরে পদার্পণের দিন পালন করতে যাচ্ছে সে সময় দেশের ২৪টি চ্যানেল থেকে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। সারা পৃথিবী থেকে প্রচারিত বাংলা চ্যানেলের সংখ্যা আরো বেশি। অথচ ১৪ বছর আগে যাত্রা শুরু হওয়া পৃথিবীর প্রথম বাংলা ডিজিটাল চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় মনে হয়েছিল একটা বাংলা চ্যানেল পৃথিবীর সব বাঙালির জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। অনেক কিছু বদলে দিতে পারে। সব বাঙালির বন্ধু হতে পারে। সেদিন এ গানটির কথা মনে হয়নি একবারও।

১৪ বছর পর আজ কেন জানি কবিগুরুর সেই গানের কথাই মনে পড়েছে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে!

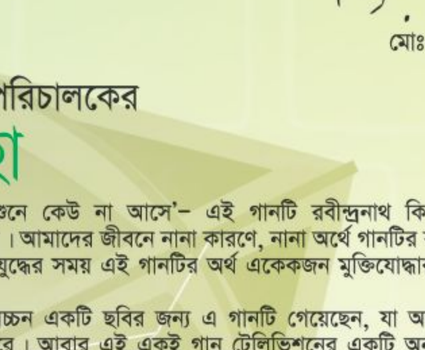

পৃথিবী জুড়ে চ্যানেল আইয়ের আজ এত দর্শক, এত সম্ভাবনা, এত আশা, এত প্রতিভা, এত সৃজনশীলতা কিন্তু তারপরও আসলে একলা পথ চলেই সবাইকে সাথে নিতে হয়।

ফরিদুর রেজা সাগর

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল, চ্যানেল আই তার পথচলার ১৩ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৪ বছরে পদার্পণের আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই-এর পরিবারের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন একদিকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অন্যদিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একই সাথে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের রয়েছে সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতরে থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই ভবিষ্যতে আরো উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রাখবে বলে আশা করি। জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম হিসেবে চ্যানেল আই-এর সাফল্যের পথে অব্যাহত যাত্রা এবং দর্শকপ্রিয়তা কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২০.৯.২০১২
হাসানুল হক ইনু, এমপি

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের

শুভেচ্ছা

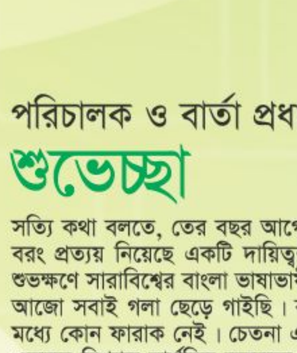

সত্যি কথা বলতে, তের বছর আগে শুধু জনপ্রিয়তা পাবার আশায় যাত্রা শুরু করেনি চ্যানেল আই, বরং প্রত্যয় নিয়েছে একটি দায়িত্বশীল গণমাধ্যম গড়ে তুলবার। ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর এক শুভক্ষণে সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে আমরা গাইতে শুরু করেছিলাম একটি দলীয় সঙ্গীত, আজো সবাই গলা ছেড়ে গাইছি। বলতেই হবে, আমাদের প্রথম দিনের সুর আর আজকের সুরের মধ্যে কোন ফারাক নেই। চেতনা একই আছে, 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'।

একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন, আত্মতৃপ্তি যেখানে শতভাগ এসে যায়, সেখানে সৃষ্টির সম্ভাবনা মরে যায়। তাই তৃপ্তি টানে না আমাদেরকেও। অগণিত মানুষ আমাদের সঙ্গে। প্রতিনিয়ত তাদের উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা, সহযোগিতা আর সমর্থন আমাদেরকে উজ্জীবিত করছে। বাড়াচ্ছে শক্তি ও সাহস। এগিয়ে নিচ্ছে নতুন নতুন দায়িত্বের ভেতর। গণমাধ্যমের দায়িত্ব কোনদিন শেষ হয় না। গণমাধ্যম যেমন মানুষের সঠিক তথ্য আর বিশুদ্ধ বিনোদনের তৃষ্ণা বাড়ায়, আবার গণমাধ্যমই তা পূরণ করে। এ এক নিরন্তর যাত্রা। মানুষকে এগিয়ে নেয়া, জীবনের উন্নয়ন ঘটানোই গণমাধ্যমের কাজ।

চৌদ্দ বছরে এসে আমরা যখন হিসেব কষতে বসি– স্বাধীনতা পরবর্তী একচল্লিশ বছরের বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, গণতন্ত্রের বিকাশে, সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায়, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে, খাদ্য উৎপাদনে, গ্রামীন জীবন মাণের উন্নয়নে, নাগরিক সচেতনতায় সর্বপোরি শিক্ষা ও প্রগতিতে গণমাধ্যমের একটি বড় ভূমিকা সূচিত হয়েছে, আর সেখানে চ্যানেল আই-এর উজ্জ্বল ভূমিকা অগণন দর্শকের কাছে স্বীকৃত, তখন মনে হয় সঠিক পথেই চলেছি আমরা। ছিটে ফোটা বিচ্যুতি সেগুলো সময়ের বাতাস মাত্র। বিশ্বাস করি, সময়ই পৌঁছে দেয় পূর্ণতার চূড়ান্ত মূলে, সময়ই করে পরিপূর্ণ। চৌদ্দ বছরে পদার্পনের এই শুভলগ্নে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করছি সহযাত্রীদের স্বপ্ন, শ্রম ও নিষ্ঠার কথা।

শাইখ সিরাজ

চ্যানেল আই'কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশে টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা এখন কম নয়, অনেক, কিন্তু তাদের ভেতর থেকে চ্যানেল-আই'কে চিনে নিতে যে অসুবিধা হয় তা নয়। না-হওয়ার মূল কারণ এর তারুণ্য। আমাদের চোখের সামনে এবং অভিজ্ঞতার ভেতরেই তো এই চ্যানেলের যাত্রা শুরু ও অগ্রগমন ঘটলো। আটজন দুঃসাহসী তরুণ কাজটা শুরু করেছিলেন। প্রযুক্তিগত সুবিধা মোটেই ছিল না, অভাব ছিল বিনিয়োগ করবার মতো মূলধনের, পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণরূপে বিরূপ। কিন্তু তারই ভেতর এই তরুণেরা তাঁদের উদ্যম, উৎসাহ ও মেধা দিয়ে এগিয়ে গেছেন এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টেলিভিশন চ্যানেল গড়ে তুলেছেন। যেন ভিন্ন এক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয় অর্জন।

চ্যানেল আই ভালো তার অন্তর্গত যে গুণ তার নিরিখেও। যার ফলে অনুষ্ঠানসূচী ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানই প্রাণবন্ততা হারায় নি। অনুষ্ঠানের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে এবং দেশের ভেতরে ও বাইরে বাঙালীদের কাছে তা প্রিয় হয়ে উঠেছে। তারুণ্যের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে অসন্তোষ, সেই অসন্তোষটা যে এই চ্যানেলের ভেতরে অগ্রগতির তাগিদ যোগায় সেটা আমরা বুঝতে পারি এর অনুষ্ঠানমালার বিস্তার ও গুণগত মানের উৎকর্ষের দিকে তাকালে।

কিন্তু কেবল অসন্তোষ তো যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন পেশাদারিত্বের। এই পেশাদারিত্বটা চ্যানেল আই-এর রয়েছে। এর কর্মীরা কর্মচারী থাকেন না, সম্প্রসারণশীল বড় একটি পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠেন। চ্যানেল আই'কে সব সময়েই দেখে আসছি একটি যৌথ পরিবার হিসাবে, যার সদস্য সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ভেতরের ঐক্যটা মোটেই ভেঙে পড়ছে না। এর কর্মীদের ভেতর প্রতিযোগিতা আছে, থাকতেই হবে নইলে তো তার প্রাণশক্তিটা যাবে হারিয়ে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনোই বৈরিতায় পরিণত হয় নি। সবাই প্রতিষ্ঠানের অংশ, সকলেরই আগ্রহ নিজেদের দক্ষতাকে আরো বিকশিত ও ফলপ্রসূ করে তোলা। চ্যানেল আই মেধাবীদেরকে খুঁজে নিয়েছে, নিয়ে তাদেরকে পরিবারের অংশ করে তুলেছে।

আমার নিজের সুযোগ হয়েছে চ্যানেল আই-এর অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণের। যখনই গেছি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি এর ভেতরের সামাজিকতাটা দেখে। জনাকীর্ণ শান্তিনগরের মোড়ে ভাড়া-করা দেড়খানা কামরা নিয়ে এর প্রাথমিক সূচনা, তারপর কামরার সংখ্যাগত পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্রের জন্য তা ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের কর্মস্পৃহা ও পারস্পরিক বন্ধনটা ছিল অদম্য। পরবর্তীতে চ্যানেল আই তেজগাঁ শিল্প এলাকায় প্রশস্ত জায়গায় চলে এসেছে, কিন্তু পারিবারিক ঐক্য ও সম্প্রীতি আগের মতোই রয়ে গেছে। অন্যান্য ব্যাপারে তো অবশ্যই, একই রন্ধনশালা থেকে যে সবার জন্য খাবার আসে, এবং একসঙ্গে কয়েক'শ কর্মী আহার করেন, এই দৃষ্টান্তও একটি কর্মব্যস্ত প্রতিষ্ঠানে বিরল বৈকি।

ভেতরের এই সামাজিকতাটা অনুষ্ঠানেও প্রতিফলিত বটে। আমাদের এই দেশে সরকারী টেলিভিশন সীমাবদ্ধ হয়ে যায় সরকারের সকল কর্মকা-ের অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর আবশ্যকতায়, বেসরকারী টেলিভিশনের দায় থাকে মালিক পক্ষের স্বার্থকে পাহারা দেবার। চ্যানেল আই-এর কৃতিত্ব এখানেও যে সে কোনোটার দ্বারাই পীড়িত হয় নি। সে তার নিজস্বতাকে রক্ষা করে ব্যক্তিমালিকানাধীন কিন্তু সামাজিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ গণমাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠেছে।

টেলিভিশনের কাছে দর্শকশ্রোতারা যা বিশেষভাবে চান তা হলো সংবাদ ও বিনোদন। শুরু থেকেই দেখে আসছি এই চ্যানেল সংবাদের দৃশ্যমান ভয়াবহতার ওপর জোর না দিয়ে ঘটনার যথার্থতা ও তার পেছনের কারণের দিকে দৃষ্টি দিতে চায়। সংবাদ পরিবেশনার ব্যাপারে নিরপেক্ষতার প্রত্যাশার কথা প্রায়ই বলা হয়, কিন্তু নিরপেক্ষতা বলে তো বাস্তবে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই; ক্যামেরা নিরপেক্ষ হতে পারে, যন্ত্রটিকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর তো আবেগ-অনুভূতি ও দায়বদ্ধতা রয়েছে। তিনি নিরপেক্ষ হবেন কী করে? নিরপেক্ষতার ধারণাটা ভুল, বড় জোর বস্তুনিষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কিন্তু জনগণের দিক থেকে যা কাঙ্ক্ষিত তা এ দু'টির কোনোটিই নয়, সেটি হলো জনস্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। চ্যানেল আই তার হৃদয়ের ভেতরে এই বিশেষ পক্ষপাতিত্বকে ধারণ করে বলে জানি।

হৃদয়ের ব্যাপারটা চ্যানেল আই-এর জন্য আসলেই জরুরী। এই চ্যানেলের কৃষিবিষয়ক জরুরী অনুষ্ঠানটির নাম যে হবে 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ' এটা মনে হয় অনিবার্যই ছিল। এই চ্যানেল হৃদয়বান, এর হৃদয়ে বাংলাদেশের অবস্থান খুব দৃঢ়। সেটা একটা কারণ যে জন্য চ্যানেল আই বাঙালীর হৃদয়ে স্থান পেয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে আজকের দিনে বিপর্যস্ত পরিবেশ ও প্রকৃতির দিকে মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে তারা শুরু করেছে 'প্রকৃতি ও জীবন' শীর্ষক নিয়মিত অনুষ্ঠান। সময়ের দাবি পুরণেই যেন এই উদ্যোগ।

হৃদয়ে বাংলাদেশকে ধারণ করার তাৎপর্যটা কী? এতে আবেগ থাকা স্বাভাবিক, তা থাকেও; কিন্তু তার চেয়েও গভীর একটা ব্যাপার রয়েছে, সেটা হলো বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে থাকা তার পক্ষে কথা বলা। চ্যানেল আই এই কাজটা করেছে। দেশের মানুষের জন্য বাস্তবতার বিশেষ দু'টি দিকের একটি হলো অর্থনীতি, অপরটি রাজনীতি। আমাদের অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা অনস্বীকার্য সত্য। চ্যানেল আই দেশের কৃষি ও কৃষককে গুরুত্ব দেয়, কৃষকের জীবনে যেসব সমস্যা বিদ্যমান সেগুলো তুলে ধরে, তাদের নিরসনের পথানুসন্ধান করে। এবং সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনাকে নিরন্তর উৎসাহ দেয়। অপর দিকে রাজনীতির দুর্বলতা কোথায়, কোন পথে সমাধান আসতে পারে তা নিয়েও নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে 'তৃতীয় মাত্রা' একটি কার্যকর অনুষ্ঠান। চ্যানেল আই-এর প্রদর্শিত পথ ধরে অগ্রসর হওয়া এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান এখন প্রায় সকল চ্যানেলেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

কিন্তু বিনোদনের চাহিদাটা তো থাকে, রয়েই যায়। বিনোদন সরবরাহে চ্যানেল আই-এর কোনো কার্পণ্য নেই, অকৃত্রিম উদারতা রয়েছে। এর বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বললেও অন্যায় হবে না। কেননা সাংস্কৃতিক মানের ব্যাপারে এই টেলিভিশন চ্যানেলটিকে আপোস করতে দেখা যায় না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এর নাটক। পূর্ণাঙ্গ, ধারাবাহিক, টেলিনাটক, সব ধরনের উপস্থাপনাতেই পান্ডুলিপি নির্বাচন থেকে শুরু করে পরিচালনা, অভিনয় ও কারিগরি দক্ষতায় মেধার পরিচয় দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আর বিশেষ ভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে এদের তৈরী চলচ্চিত্র। চ্যানেল আই-তে টেলিফিল্ম পাওয়া যায়, পাওয়া যায় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও। এই চলচ্চিত্রগুলো টেলিভিশনের দর্শকদের যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যবিত্ত দর্শকদেরকেও নির্মল আনন্দ দেয়। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত চলচ্চিত্রবিমুখ হয়ে পড়েছে; তাদেরকে চলচ্চিত্রের দিকে ফিরিয়ে আনা, এবং সেই সঙ্গে মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্র যে কত শক্তিশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ গণমাধ্যম সেই সত্যের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চ্যানেল আই-এর ভূমিকার সঙ্গে অন্য কোনো চ্যানেলের তুলনা করাটা নিতান্তই অযথার্থ। এই চ্যানেলের অনেকগুলো চলচ্চিত্র অস্কার প্রতিযোগিতায় যাবার জন্য বাংলাদেশ থেকে মনোনীত হয়েছে। এটাও তো নেহায়েত কম কথা নয়!

প্রত্যুষে এই চ্যানেলের অনুষ্ঠান শুরু হয় 'গানে গানে সকাল শুরু' দিয়ে। তারপর গান পাওয়া যায় নানা সময়ে। পরিচিত শিল্পীরা তো আছেনই, চ্যানেল আই চোখ রেখেছে নতুন শিল্পীদের ওপরও। নানা ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের জন্য আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরী করার দায়িত্ব সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করেছে।

বাঙালীরা এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের সংখ্যা বিপুল। ধারণা করা হয় যে সংখ্যার হিসাবে বিশ্বপরিমাপে বাংলাদেশীদের স্থান এখন চতুর্থ। এটাও সত্য যে বাংলাদেশের একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে বাংলাকে গ্রহণ করার যে দাবী সেটিও যুক্তির দিক থেকে অকাট্য। কিন্তু বাংলাভাষার চর্চা যে যথোপযুক্ত ভাবে হচ্ছে এমনটা বলা যাবে না। সাংস্কৃতিক পর্যায়ে বাংলাভাষার চর্চার ব্যাপারে চ্যানেল আই-এর ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই চ্যানেল এখন বিশ্বের সকল বাঙালীর কাছেই সহজলভ্য। নিজেকে সে নিয়ে গেছে বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে; তাদেরকে নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। বাঙালীর ইতিহাস, তার ঐতিহ্য, স্মরণীয় দিন, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান, তার জীবনে প্রকৃতি পালা-পার্বণ ও উৎসবের স্থান, সব বিষয়েই বাঙালীকে সে সচেতন রেখেছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে চ্যানেল আই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিজের ভেতর ধারণ করে। ধারণ করবার এই কাজটা শুধু ওই যুদ্ধকে স্মরণ করবার ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মর্মবস্তু যেখানে নিহিত রয়েছে সেই সমষ্টিগত মুক্তির স্বপ্নকে সে নিজের হৃদয়ে সযত্নে লালন করে। ওইখান থেকে সে সরে আসে নি, বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে সরে আসবেও না।

চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে চ্যানেল আই-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। নিজের ঐতিহ্য ও দায়বদ্ধতাকে সঙ্গে নিয়ে, বৈচিত্র ও প্রাণময়তাকে ধারণ করে তার অগ্রগতি অক্ষুণ্ন থাকবে এটাই আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

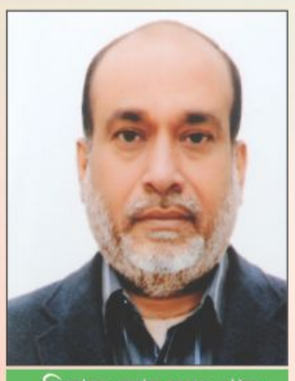

রিয়াজ আহমেদ খান

রবিউল ইসলাম

শাইখ সিরাজ